দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ সাফল্য ও ব্যর্থতা

চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। বছরের মাঝ পর্যায়ে এসে এই কর্মসূচীর মূল্যায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে রাজশাহী এবং গত শনিবার ঢাকা বিভাগীয় মূল্যায়ন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বছরের প্রথমদিকে দাতা সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাগুলো তুলে ধরা হয়েছিল। এ সম্পর্কে মন্ত্রিসভার বৈঠকেও বিশদ আলোচনা করে কতিপয় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। আমাদের জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রী এই বিভাগের দায়িত্বভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। ঢাকা বিভাগীয় পর্যালোচনা বৈঠকে বক্তৃতাকালে তিনি বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল করতে যথাযথ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

১৯৯২ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ৬৪টি জেলার ৬৪টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। সরকারী হিসাবমতে শতকরা ৩০ ভাগ থানায় একশ' ভাগ এবং বাকি থানাগুলোতে শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগকে স্কুলে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল। এ বছর সারাদেশে এই কর্মসূচী চালু করার পর বছরের মাঝামাঝিতে বিভিন্ন জেলা ও থানা পর্যায় থেকে যে ধরনের খবর পাওয়া যাচ্ছে, তা থেকে দেখা যায়, দেশে লাখ লাখ স্কুলবয়সী শিশু এখনও স্কুলে যাচ্ছে না। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভর্তিযোগ্য শিশুর শতকরা ৮০ ভাগ শিশুকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করা সম্ভব হয়েছে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল শতকরা ৭৭ ভাগ। অর্থাৎ দেশব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার পর প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি বেড়েছে শতকরা মাত্র ৩ ভাগ। ওয়াকিফহাল মহল থেকে এই সংখ্যা সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। সকল শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনতে হলে এ ব্যাপারে তৎপরতা বাড়াতে হবে।

বরাদ্দ অনুযায়ী চলতি '৯৩-৯৪ অর্থবছরে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলোতে শিক্ষার্থীপ্রতি ৬৫০ টাকা ব্যয় করা হবে। ১৯৯০-৯১ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল সাড়ে পাঁচশ' টাকার মত। গত অর্থবছরে প্রকৃতপক্ষে কত ব্যয় করা হয়েছিল তার হিসেব এখনও পাওয়া যায়নি। চলতি বছরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দ বেড়েছে, শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও মাথাপিছু বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে।

দেশের গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার হার দেশের গড় হারের অনেক নিচে। বহু গ্রামে এখন পর্যন্ত কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। গ্রামের বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশেরই জীর্ণদশা। শিক্ষকের ঘাটতি সর্বত্র। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে গড়ে মাত্র ৪ জন শিক্ষক রয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সরকারী হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে প্রতি ৬২ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ১ জন শিক্ষক। প্রধানমন্ত্রী বর্ধিত হারে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ওপর জোর দিয়েছেন। মহিলা হোক আর পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করেই হোক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার স্বার্থে শিক্ষক ঘাটতি পূরণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। বর্ধিত বাজেট বরাদ্দের ফলে এ ব্যাপারে টাকা পয়সার অভাবের অজুহাত থাকার কথা নয়। অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ এবং মেরামতের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দকৃত ২২৭ কোটি টাকার অতিরিক্ত আরো ১০০ কোটি টাকা রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ করার কথা বলা হয়েছিল। অতএব এ ব্যাপারেও টাকা পয়সার অভাব হওয়ার কথা নয়। কাজগুলো দ্রুত শুরু করা উচিত। প্রায় প্রতিবছরই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়নে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি দেখা যায় শিক্ষা খাতে। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর অজানা থাকার কথা নয়। এ অর্থবছরে বাড়তি বরাদ্দসহ সকল বরাদ্দ যেন সময়মত ব্যয় করা হয় সেদিকে নজর রাখা দরকার।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করেই স্কুল ছেড়ে চলে যাওয়া গ্রামাঞ্চলে একটা বড় সমস্যা। এমনকি প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম নয়। প্রতিবছর কি হারে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীরা 'ঝরে পড়ছে' তার নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায় না। গ্রামাঞ্চলে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর নাম বছরের পর বছর খাতায় থাকে অথচ তারা স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। এই 'ড্রপ-আউট' রেট কমপক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ বলে আন্দাজ করা হয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করার পর উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে এই হার অনেক বেড়ে যাবে। 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচী এ ব্যাপারে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। কর্মসূচীটি বাস্তবায়নের দ্রুত উদ্যোগ নেয়া উচিত। শুধু আশা দিয়ে বিত্তহীন নিঃস্ব পরিবারের সন্তানদের স্কুলে ধরে রাখা কঠিন।

পল্লী ও শহর এলাকার ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠন এবং সেই কমিটির সহায়তায় বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে নিয়ে আনার কর্মসূচী বিফল হয়েছে বলা চলে। কর্তৃপক্ষ কি বিকল্প কোন ব্যবস্থার কথা চিন্তাভাবনা করছেন? ব্যবস্থাপনার এই শৈথিল্যের একটা ফয়সালা হওয়া উচিত।

শিক্ষা খাতে প্রাথমিক শিক্ষা এখন ন্যায়সঙ্গত কারণে সর্বাধিকার পাওয়ার কথা। শিক্ষা খাতে বরাদ্দের সিংহভাগ প্রাথমিক শিক্ষা না পেলেও টাকা পয়সা ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ছে। সেই অনুপাতে ফল পাওয়া না গেলে আমাদের জাতীয় উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী সকল কর্মসূচীই রাহুগ্রস্ত হবে। আমরা আশা করবো, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বাস্তবায়নাধীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সাফল্য ও বিফলতার সঠিক মূল্যায়ন করে সময়োচিত পদক্ষেপ নেবেন।